তারিখ ... 14 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

সংবাদ

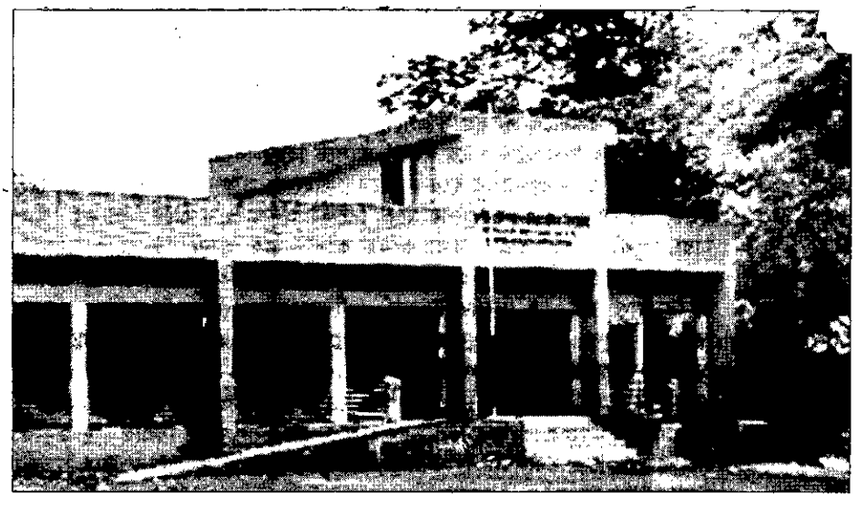

চাঁদপুরেরর হাজীগঞ্জ উপজেলার চারিআনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় *-সংবাদ*

হাজীগঞ্জের চারিআনি সর. প্রা. বিদ্যালয়

৫ বছর ধরে এক শিক্ষক দিয়ে চলছে পাঠদান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চাঁদপুর

গত পাঁচ বছর ধরে জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার চারিআনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে। যিনি প্রধান শিক্ষক, তিনিই সহকারী শিক্ষক, তিনিই আবার দপ্তরি। শিক্ষক না থাকার ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে ধস নেমে এসেছে। ঠিক কী কারণে ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষক পাঠানো হচ্ছে না বা পাঠানো হলেও যোগ দিয়েই লবিংয়ের মাধ্যমে চলে আসে এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মিজানুর রহমান জানিয়েছেন, ওই বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষক ১৮ এপ্রিল যোগদান করবে।

বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, ওই বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষসহ প্রতিটি কক্ষে তালা ঝুলছে। জাতীয় পতাকার স্ট্যান্ডটিতে পতাকা নেই। কোথায়ও কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী নেই। সরকারের নির্দিষ্ট ডিজাইনে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে করা ভবন বর্ণহীন আর সৌন্দর্যহীন হয়ে বোবার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থীদের কলকাকলিতে মুখরিত হবার কথা, সেখানে জনমানবহীন একটি ভবন ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। বিদ্যালয় ভবনের ঠিক পিছনে মতলব উপজেলা। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ পাশে একটি মাদ্রাসা।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক কার্যালয়ের সূত্রে জানা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষক পুল থেকে ৪ জন শিক্ষককে এখানে দেয়া হয়েছে। এরা চলিত মাসের ১৮ তারিখে যোগদানের সর্বশেষ সময়। তবে যে ৪ জনকে শিক্ষক পুল থেকে দেয়া হয়েছে সেই ৪ জনের মধ্যে ২ জন ইতিমধ্যে সরকারের অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। আর এ কারণে সদ্য নিয়োগকৃত ওই শিক্ষকদের যোগদানের সম্ভাবনা ক্ষীণ রয়েছে। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে একজন প্যারা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। সেই শিক্ষকও দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে আসেন না।

কথা হয় বিদ্যালয় সংলগ্ন পাশের বেপারী বাড়ির শিক্ষার্থী ওসমান গনি, ইয়াছিন, বৃষ্টি, আঃ বোরহানের সাথে। তারা বলে, আজ আমাদের বিদ্যালয়ে ছুটি। স্যারে আমাদেরকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। এ সময় এই শিক্ষার্থীরা আরো বলেন, আমাদের এখানে কোনো সময় খেলাধুলার অনুষ্ঠান হয় না, পিটি (অ্যাসেম্বলি) হয় না।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোস্তফা হাছানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমি বিদ্যালয়ে ১ জন শিক্ষক। উপজেলা অফিসে মিটিং থাকার কারণে বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে উপজেলায় এসেছি। বর্তমানে শিশু শ্রেণীসহ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে ১০৩ জন। আরেক প্রশ্নে এই শিক্ষক বলেন, আমাকে রাজারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়। ডেপুটেশনের মেয়াদ ৬ মাস হলেও আমি দীর্ঘ ৪ বছর ৫ মাস ধরে এ বিদ্যালয়ে চাকরি করছি। অপর এক প্রশ্নের জবাবে এই শিক্ষক বলেন, মাঝখান দিয়ে শিক্ষক দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু কয়েক মাস থাকার পরে চলে গেছেন।

বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য অ্যাডঃ কে এম রাসেল সফিক বলেন, শিক্ষক না থাকার কারণে এখানে পড়ালেখা কিছুই হয় না। আমরা শিক্ষক চাই। এরপর আমরাই সব ঠিক করে দেবো।

হাজীগঞ্জ উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (রাজারগাঁও ক্লাস্টার) মোঃ জামাল হোসেন বলেন, এখানে প্যারা শিক্ষক রয়েছে, আর শিক্ষক পুল থেকে ইতিমধ্যে ৪ জন শিক্ষক দেয়া হয়েছে। ওই শিক্ষকরা অন্যত্র চাকরি করছেন এমন প্রচারণার বিষয়ে জানতে চাইলে এই কর্মকর্তা বলেন, আমরাও জেনেছি, তবে ১৮ এপ্রিলের পরে আমরা পরবর্তী ব্যবস্থা নেবো।

হাজীগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মিজানুর রহমান বলেন, ওই বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষক পুল থেকে প্রাপ্ত ৪ জন শিক্ষককে দিয়েছি। এরা ১৮ এপ্রিলের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদান করবেন।